বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী

দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যাক আলোকিত, কার্যকর ও উচ্চমূল্যবোধ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা তাদেরকে জাতীয় শক্তি হিসেবে সংঘবদ্ধ এবং সমুন্নত করা এবং দেশের আপামর মানুষের চিত্তের সার্বিক আলোকায়ন ঘটানোর লক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়োজিত।

আলোকিত মানুষ তৈরির সমৃদ্ধ স্বপ্ন নিয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য গত ২১ বছর ধরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র চালিয়ে আসছে সারা দেশে বইপড়া কর্মসূচি। বর্তমানে প্রতিবছর সারা দেশে ৫০০টি শাখায় প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী এই কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে।

২০০৪ সালে ঢাকা মহানগরীতে প্রায় ১০০টি স্কুলের ২৪ হাজার ছাত্রছাত্রী এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে। এসব স্কুলের যেসব ছাত্রছাত্রী মূল্যায়ন পর্বে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তাদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের বকুলতলায় গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয় ২ দিনব্যাপী পুরস্কার বিতরণী উৎসব।

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ শনিবার বিকালে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী দিনে বিকাল ৩টা থেকে শুরু হওয়া এ উৎসবে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক এএসএম শাজাহান, ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম, কথাশিল্পী ইমদাদুল হক মিলন, প্রথম আলোর উপসম্পাদক কবি আনিসুল হক এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

অধ্যাপক এএসএম শাজাহান বলেন, তোমাদের দেখে ভালো লাগছে। আশা জাগছে মনে। তিনি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এমনি করে সবার সমবেত প্রচেষ্টাতেই বাংলাদেশের সব দুঃখকে অতিক্রম করতে হবে, সুখী বাংলাদেশ গড়তে হবে।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যে মাহফুজ আনাম উপস্থিত পুরস্কারপ্রাপ্ত বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী অভিভাবক ও শিক্ষকদের

অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই আলোকপ্রত্যাশী সমবেত মানুষদের শুভ সংঘবদ্ধতাই আমাদের সমস্ত আশার উৎস।

কথাশিল্পী ইমদাদুল হক মিলন বলেন, যারা বই পড়ে তারা ভালো থাকে, তারা চারপাশকে আলোকিত করে।

প্রথম আলোর উপসম্পাদক কবি ও লেখক আনিসুল হক বলেন, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের এ আলোকোজ্জ্বল সমাগম দেখে মনে হয় বাংলাদেশের দুর্দিন কেটে যাবে।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ গত দু'দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, ক্ষুদ্রতা, নীচুতা, সহিংসতা আর অন্ধকারই যে বাংলাদেশ নয়, এ অনুষ্ঠানের বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষকদের উপস্থিতি এবং তাদের আলোকপ্রত্যাশী মুখ সেই কথাই প্রমাণ করে। তিনি উপস্থিত শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, মানুষ খারাপ হয়ে জন্মায় না। পরিবেশের কারণেই মানুষ খারাপ হয়। বাংলাদেশের নির্মাণপর্বে আজ তাই আমাদের লক্ষ লক্ষ আলোকিত মানুষ তৈরি করতে হবে। বড় বাংলাদেশ তৈরি করতে হলে নিশ্চিতভাবে বড় মানুষ তৈরি করতে হবে। ক্ষুদ্র মানুষ দিয়ে বড় দেশ তৈরি করা যাবে না। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, তোমরা আলোকিত মানুষ হিসেবে বড় হয়ে এসব অন্ধকার দূর করবে বলেই আমরা আশা রাখি।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে ঢাকা মহানগরীর ২৮টি স্কুলের ১৭৭০ ছাত্রছাত্রী সম্মানিত অতিথিদের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে। প্রতিটি স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, বিসাকে শিরোনামের চারটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। যেসব স্কুলের ১৫ জনের অধিক ছাত্রছাত্রী বিসাকে পুরস্কার পেয়েছে তাদের মধ্যে লটারি করে প্রতি ১৫ জনে একজনকে ১ হাজার টাকা সমমূল্যের বই পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই পুরস্কার বিতরণী উৎসবে ঢাকা মহানগরীর ১০০টি স্কুলের ৫ হাজার ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং লটারি করে ১০ জন ছাত্রছাত্রীর প্রত্যেককে ১ হাজার টাকা সমমূল্যের বই পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং উপস্থিত সকল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লটারি করে ৬ জন অভিভাবককে ১ হাজার টাকা মূল্যের বই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

উপস্থিত সমস্ত শিক্ষার্থীদের হাতে মোমবাতির আলো ধরিয়ে দিয়ে... এই আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে বাংলাদেশ, কেটে যাবে সমস্ত অন্ধকার, তৈরি হবে এক সুন্দর সমৃদ্ধতর স্বপ্নময় বাংলাদেশ এই আশাবাদ ব্যক্ত করে ২ দিনব্যাপী পুরস্কার বিতরণী উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। উল্লেখ্য, এ উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার হিসেবে যেসব বই তুলে দেয়া হয় তা স্পন্সর করেছে ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি এবং উৎসব অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করেছে গ্রামীণফোন। এবং বইপড়া কর্মসূচির সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে দৈনিক প্রথম আলো।